ইত্তেফাক

মডেল স্কুল ও গ্রামীণ স্কুলের মানোন্নয়

রকার দেশের ৬৪টি জেলার ৩০৬টি বিদ্যালয়কে 'মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়' হিসা
দওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। আগামী ২৭ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফ হই
ংক্রান্ত ঘোষণা আসিতে পারে। ইতিমধ্যে ৮টি পৃথক টিমের তদন্ত সম্পন্ন হইয়াছে।
াম ও শহরের শিক্ষা বৈষম্য নিরসনে উপজেলা পর্যায়ের ঐতিহ্যবাহী মাধ্যমিক স্কু
াগামী তিন বছরের-মধ্যে পর্যায়ক্রমে মডেল স্কুলে রূপান্তর করা হইবে। বলা নিষ্প্র
ই উদ্যোগ পশ্চাৎপদ গ্রামীণ শিক্ষার উন্নয়নে অত্যন্ত ইতিবাচক। পরিকল্পনা অ
০০৯ সালে ৬৪টি এবং ২০১০ ও ২০১১ সালের মধ্যে অবশিষ্ট ২৪২টি স্কুলকে য
যোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া মডেল স্কুলে উন্নীত করা হইবে। নানা সুবিধার মধ্যে র
বকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও নূতন শিক্ষক নিয়োগ, ল্যাবরেটরি আধুনিক
াধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতি।

যখন সারা দেশেই শিক্ষার মান দিন দিন পড়িয়া যাইতেছে তখন এই
রুত্বপূর্ণ পর্যালোচনার দাবি রাখে। বলা যায়, গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা
য ধস নামিয়াছে তাহা হইতে উত্তরণে এ পদক্ষেপ অনেকটা সহায়ক হইবে। শিক্ষ
ন্নমান, স্কুলগুলির পরিচালনা বোর্ডে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরাজমান দুর্নীতি ও
রোধী মনোভাব, স্কুলগুলির আর্থিক দুর্গতি, শিক্ষকদের নিম্ন বেতনহার ইত্যাকার
ামের স্কুলগুলি প্রতি বছর পিছাইয়া পড়িতেছে। সাম্প্রতিক এসএসসির ফলাফল বি
রিলে দেখা যায়, অধিকাংশ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর বসবাস শহরাঞ্চলে।
লগুলি হইতে ভাল ফলাফলের হার এখনও নগণ্য। এমনকি পাসের হারও আশা
য়। সূত্র মতে, ২০০৭ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বিভিন্ন শিক্ষা
ধীনে ২৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে কেহই পাস করিতে পারে নাই। এই সব
িক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রামাঞ্চলে। এমনকি অনেক উপজেলা পর্যায়েও ভা
লিতে কিছু নাই। ইহার মূল কারণ এসব স্কুল শিক্ষার নানা সুযোগ-সুবিধা
ঞ্চিত। স্কুলে পর্যাপ্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব প্রকট। স্কুল ম্যানেজমেন্টে
নটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান। অনেক সময় স্থানীয় লোকজন স্কুলের প্রকৃত অবস্থা স
কান খোঁজ-খবরও রাখেন না। ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান যেভাবে খুশি সেভা
রিচালনা করিয়া থাকেন। ইহাছাড়া এক শ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তির অন্যায় আ
ারণেও নানা সমস্যা দেখা দেয়। ইহাছাড়া শিক্ষা প্রশাসনের নানা অনিয়ম ও
তা আছেই। আমরা মনে করি, স্কুল পরিচালনায় দলীয়করণের প্রবণতা দূর কর
যোগ্য শিক্ষক নিয়োগদানের পাশাপাশি ডিসিপ্লিন প্রতিষ্ঠা করা খুবই জরুরি।
ময় এসব পদক্ষেপের অভাবে শিক্ষামানের অবনতি হইয়া থাকে।

গ্রামাঞ্চলের অনেক এমপিওভুক্ত স্কুলেরও শিক্ষার মান ভাল নয়। অথচ স
তিমধ্যে তাহাদের বেতনসহ নানা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছে। বর্তমানে সরকারি
মপিওভুক্ত স্কুলের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু গ্রামীণ স্কুলে কা
ানোন্নয়নের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এমতাবস্থায় ঐতিহ্যবাহী ও তুলনামূল
ন্নত বেসরকারি স্কুলগুলিকে সরকারের নানা সুযোগ-সুবিধার আওতায় আনা হইলে
ইবে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। একসময় ইহার প্রভাব অন্য স্কুলগুলির উপরও প
র্তমানে সরকারি মডেল স্কুলগুলিতে নানা সমস্যা থাকিলেও লেখাপড়ার মান তুলন
াল। এক সময় প্রতি জেলার একটি স্কুলকে সরকারিকরণ করা হয়। জেলা ব্যতীত
কান উপজেলায়ও সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুটা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স
হায়তায় ৩০৬টি স্কুলকে মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিলে তৃণমূল প
িক্ষার্থীদের প্রভূত উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা মন্ত্রণা
কটি প্রকল্প হিসাবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন শহরে ১১টি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠ
ইয়াছে। ইহা বেসরকারি ব্যবস্থাধীনে ছাড়িয়া দেওয়ায় শিক্ষা ব্যয় বাড়িতেছে।
মধাবী দরিদ্র সন্তানরাও যাহাতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে সেই ব্যবস্থা থাকা উচিত

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সারা
াথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করাই বা
স্তুত এই দুইটি স্তরে শিক্ষা হওয়া উচিত সম্পূর্ণ অবৈতনিক। এক্ষেত্রে শিক্ষা
ণিজ্যের পথ চিরতরে বন্ধ করিতে হইবে। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা 'এডুকেশন
র পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮৬ ভাগ শিক্ষার্থী কোচিং সেন্টার
হশিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতিও বড় ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করিতেছে।
ারণে গ্রামাঞ্চলেও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার পথ কণ্টকমুক্ত হইতে
াই মডেল স্কুল ঘোষণার পাশাপাশি গ্রামীণ স্কুলগুলির মানোন্নয়নের নিমিত্ত সর্বত্র স্ব
বাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। নিশ্চিত করিতে হইবে সরকারি সুযোগ-সু
র্বোচ্চ সদ্ব্যবহার। শিক্ষকদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দিতে হইবে। একই সঙ্গে মেধাবী
ত্রীদেরও স্কুলভিত্তিক পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। গরীব ছাত্রদের বৃত্তির পাশ
াহাদের আবাসন সংকটের সমাধান করিতে হইবে। এমপিওভুক্ত ও ননএমপি
াধ্যমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের বদলির কোন নিয়ম নাই। ফলে একশ্রেণীর স্থানীয়
বস্যা-বাণিজ্যসহ শিক্ষাদান বহির্ভূত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়াইয়া পড়েন। গ্রামীণ স্কুল
িক্ষার মানোন্নয়নে বলিতে গেলে ইহাও প্রতিবন্ধক। শিক্ষকদের বেতনভাতা বৃদ্ধি
ল পরিচালনা ও শিক্ষাদানে জবাবদিহিতা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ৩০৬টি স্কুলকে